গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

০৬ পৌষ ১৪২২ বঃ
নং-১৩.০০.০০০০.০২৪.২৭.০১৬.২০১৩- ২৭১(৩০) তারিখঃ---------------------
২০ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ১৪.১২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভার কার্যবিবরণী নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামত ০৪ (চার) পাতা।

(মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম)
উপ-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ)
বিকল্প কর্মকর্তা
ফোনঃ ৯৫৪০১২১
ই-মেইলঃ **dscoordination@mofood.gov.bd**

বিতরণঃ কার্যার্থে।

০১। চেয়ারম্যান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর।
০৩। যুগ্ম-সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
০৪। মহাপরিচালক, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
০৫। উপ-সচিব (সকল)/ উপ-প্রধান (পরিকল্পনা কোষ), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
০৬। সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
০৭। সচিবের একান্ত সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
০৮। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
০৯। সহকারী সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১০। বাজেট অফিসার/ সহকারী প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১১। অতিরিক্ত সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ	মুশফেকা ইকফাৎ সচিব খাদ্য মন্ত্রণালয়
সভার স্থানঃ	সচিবের অফিস কক্ষ
সভার তারিখ ও সময়ঃ	১৪.১২.২০১৫ খ্রিঃ বিকাল ৩-০০ টা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

সভায় যোগদানকারী কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে কমিটির সদস্য-সচিব জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, যুগ্ম-সচিব সভায় জানান যে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৯.০৩.২০১৫ তারিখের নৈতিকতা কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী **'সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা'** চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণসহ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটির সর্বশেষ অর্থাৎ ৩য় সভায় শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।এছাড়া, মাসিক সমন্বয় সভায়ও প্রতিমাসে বিষয়টি আলোচনা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) পর্যালোচনায় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২। 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (APA) শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের কার্যক্রমসমূহ অনুসরণ করায় আবশ্যিক সকলের মান অর্জন সম্ভব হলেও সার্বিকভাবে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তথা শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ এখনও বাস্তবায়িত না হওয়ায় বিষয়সমূহ পূনঃ আলোচনাপূর্বক বিষয়ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং চিহ্নিত সমস্যা দ্রুত নিরসনে নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

২। **আলোচনা**

ক্রঃ নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নে আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে	সদস্য-সচিব তথা শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের ফোকাল পয়েন্ট সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও খাদ্য সচিবের মধ্যে ০৫.১২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) তে মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ সংস্থায় শুদ্ধাচার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে **'আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে'** হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আবশ্যিক এ উদ্দেশ্যে কর্মসম্পাদনের মান নির্ধারিত হয়েছে-১।	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের পরবর্তী কার্যক্রম যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ), খাদ্য মন্ত্রণালয়

ক্রঃ নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		সদস্য-সচিব আরও জানান যে, আবশ্যিক কৌশলগত এ উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা মনিটরিং এর জন্য 'পরিবীক্ষণ সীট' প্রণয়ন করে **নির্ধারিত সময়ে** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণসহ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সার্বিক কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় APAতে মান অর্জনে বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।		
২।	সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা	সদস্য-সচিব সভায় জানান যে, ৩য় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ১(এক) মাসের মধ্যে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের বিষয়টি খাদ্য অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করেনি। তবে, নৈতিকতা কমিটির পূর্বেই গঠিত হয়েছিল। সিদ্ধান্ত অদ্যবধি বাস্তবায়িত না হওয়ায় ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ ও শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরকে পূনঃ অনুরোধ করা হয়।	আগামী ২৭.১২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
	সচেতনতা বৃদ্ধি	খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকল প্রশিক্ষণ মডিউলে শুদ্ধাচার অন্তর্ভূক্তির সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু একত্রে অর্থাৎ 'তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে শুদ্ধাচার' শীর্ষক বিষয় খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়টির পরিবর্তে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও 'তথ্য অধিকার আইন' শীর্ষক ২টি বিষয় পৃথকভাবে অন্তভূর্ক্ত করার জন্য সদস্য-সচিব প্রস্তাব করলে সকলে একমত পোষণ করেন।	খাদ্য অধিদপ্তর এবং 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের' সকল প্রশিক্ষণ মডিউলে 'শুদ্ধাচার' কৌশল বাস্তবায়ন' ও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
	বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান এর সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সংস্কার/ সংশোধন	নবগঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে বিভিন্ন প্রকার প্রবিধান ও বিধিমালা প্রণয়ন চলমান আছে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে চলমান প্রবিধান/ বিধিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত করার জন্য চেয়ারম্যান, 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ'কে অনুরোধ করা হয়।	প্রবিধান/ বিধিমালা প্রণয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ'
	ই-টেন্ডারিং এবং ই-ফাইলিং ব্যবস্থা প্রবর্তন	(১) সভায় আলোচিত হয় যে, খাদ্য অধিদপ্তরের মর্ডাণ ষ্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ প্রকল্পে ই-টেন্ডারিং চালু হয়েছে। এছাড়া, অন্যকোন ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং শুরু হয়নি।খাদ্য অধিদপ্তরের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং চালু করা দরকার মর্মে সকলে মত প্রকাশ করেন।	(১) খাদ্য অধিদপ্তরের সকল ক্ষেত্রে ই-টেন্ডার পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
		(২) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ শাখায় (অডিট ও বাজেট উইং এর শাখাসমূহ ব্যতিত) ই-ফাইলিং (আংশিক/সম্পূর্ণভাবে) চালু হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের অন্যান্য ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং চালু করা দরকার।	(২) খাদ্য মন্ত্রণালয়ে সকল অধিশাখা/ শাখায় ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন নিশ্চিত করতে হবে	এবং মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/

ক্রঃ নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		(৩) সকলে মত প্রকাশ করে ই-ফাইলিং ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম চালুর নিমিত্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।	(৩) খাদ্য অধিদপ্তরে ই-ফাইলিং ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।	অধিশাখা
	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	সভায় আলোচিত হয় যে, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হলেও এখনও অন-লাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে টেকনোলজী সাপোর্ট গ্রহণ সম্ভব হয়নি। সদস্য-সচিব জানান যে, খাদ্য মন্ত্রণালয় ই-ফাইলিং ম্যানেজমেন্ট চালু হওয়ায় সচিবের দপ্তরে প্রত্যাক্ষভাবেই ফ্রন্ট ডেস্ক এর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। অন লাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে টেকনোলজী সাপোর্ট গ্রহণের জন্য পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়।	টেকনোলজী বা টেকনিক্যাল সাপোর্ট গ্রহণ করে অন লাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সার্ভিস প্রবর্তন করতে হবে।	উপ-সচিব (তদন্ত), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের ফোকাল পয়েন্ট তথা সদস্য-সচিব সভায় জানান যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে সম্ভাব্য সকল কার্যক্রম চলমান আছে। APA'র আবশ্যিক কৌশল হিসেবে মন্ত্রণালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা-২০১৫ প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে। তবে, খাদ্য অধিদপ্তরের 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন/ প্রকাশ করা হয়নি। খাদ্য অধিদপ্তরের 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন/ প্রকাশ নিশ্চিত করার জন্য সকলে একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী 'আপীল কর্তৃপক্ষ' হিসেবে সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নাম নির্ধারণসহ মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরের জন্য 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' এবং আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ নিশ্চিত করার জন্য সচিব নির্দেশ প্রদান করেন।	তথ্য অধিকার আইনের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিশেষতঃ মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ' নিয়োগ করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
	অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ও বাজেট বরাদ্দ	সদস্য-সচিব সভায় জানান যে, প্রশিক্ষণের জন্য পৃথকভাবে কোন বাজেট প্রণয়ন করা হয়নি। তবে, পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকায় খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। কার্যক্রমগুলোকে গতিশীল করার জন্য সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়। এছাড়া, অর্থবছরের পূর্বেই সার্বিক মূল্যায়নে ১টি কমিটি গঠনের জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।	প্রশিক্ষণের জন্য কমিটি গঠন করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	সদস্য-সচিব সভায় জানান যে, শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৩ মাস অন্তর সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে, পরিবীক্ষণ সীট প্রণীত হয়েছে। কার্যসমূহ মাঝে মাঝে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে	শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের কার্যসমূহ নিয়মিতভাবে পর্যালোচনাপূর্বক	যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ), খাদ্য মন্ত্রণালয়

ক্রঃ নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		অধিকতর সচেতন ও যত্নবান হওয়ার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	
	সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি	সভায় জানানো হয় যে, খাদ্য মন্ত্রণালয় সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি 'সিটিজেন চার্টার' প্রণয়নের অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি খাদ্য অধিদপ্তরের এরুপ কার্যক্রম/ অগ্রগিত বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় অবহিত নয়। এছাড়া, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ও সি.সি প্রণয়ন করা দরকার মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে আগামী ২৭.১২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সি.সি প্রণয়নপূর্বক প্রকাশের জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।	মন্ত্রণালয়/ খাদ্য অধিদপ্তরের সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

(মুশফেকা ইকফাৎ)
সচিব